দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 AUG 1998 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ভর্তি সমস্যা?

এবার যারা এস এস সি পরীক্ষায় পাস করেছে, তাদের ৯০ হাজার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না বলে তথ্য দিয়েছে 'ব্যানবেইস'। ব্যানবেইস হলো 'বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিস্টিকস্'। তার অন্যতম কাজ হলো শিক্ষার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা।

ব্যানবেইসের দেয়া হিসেবে এবার প্রায় সোয়া সাত লাখ এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল, পাস করেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছু কম ছিল, পাস করেছিল কিছু বেশি। তবে চিত্রটা প্রায় একই রকম।

গত বছর নাকি এক লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে পারেনি দেশের কলেজগুলোতে সিটের অভাবে। ব্যানবেইসের হিসেব করা পদ্ধতিটা এই রকম ঃ দেশের ৮টি সরকারি কলেজ ও ৮৯৩টি বেসরকারি কলেজে যত জন ভর্তি হওয়ার খবর তারা পেয়েছিলেন, সেই সংখ্যা যত জন পাস করেছে তা থেকে বিয়োগ করে পেয়ে গেলেন এক লাখের 'উচ্চ শিক্ষার' সুযোগের অভাব। এই লাখের কতজন দেশের কোন কলেজেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি অথবা কত জন ভর্তি হওয়ার চেষ্টাই করেনি, তা জানার উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা দেশের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর সব আসন পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল কিনা। এবার 'ভাগ্যহত' ৯০ হাজার এসএসসি পাস শিক্ষার্থীর কথা বলা হচ্ছে, তাদের প্রসঙ্গেও একই ধরনের মন্তব্য করা যেতে পারে। তবে ব্যানবেইসের মতে, ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছাত্রের সংখ্যা ২ লাখেরও বেশি। দেশের শিক্ষা চিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে এ হিসেব মেলানো খুব কঠিন।

পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ১৯৯৪ সালে অন্যান্য বছরের তুলনায় এক বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী এস এস সি পরীক্ষায় পাস করে। সম্ভাব্য আসন সংকটের কথা ভেবে তখন সরকার দেশের স্কুলগুলোকে সামর্থ্য অনুযায়ী একাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি দেয়। তখন দেখা গেল কলেজ স্থাপনেরও হিড়িক উদ্দেশ্য ছিল মূলত সরকারি অনুদানলাভের। বর্তমানে এদের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না অথবা ধুঁকে ধুঁকে চলছে। অতএব দেশে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের সুযোগের অভাব আছে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না। দেশের কয়েকটি সরকারি কলেজ এবং শহরাঞ্চলের কয়েকটি নামকরা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ভিড় করা দেখে আসন সংকটের ধারণা করা যাবে না। দেশে বহু ইন্টারমেডিয়েট কলেজ আছে, যারা ছাত্র পায় না। অন্যদিকে আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে অনেকের জন্য এস এস সি হয়ে পড়ে শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্তির সনদ। তারা কলেজের পথে পা বাড়ায় না। ব্যানবেইস প্রকারান্তরে বলতে চাচ্ছে, যারা এস এস সি পরীক্ষা পাস করেছে, তাদের সবার জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক এবং তার জন্য চাই 'কলেজ শিক্ষার' সম্প্রসারণ। বর্তমানে এই শিক্ষা যতটা 'সম্প্রসারিত' হয়ে আছে, তা সামলাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিমশিম খাচ্ছে, বিশেষ করে শিক্ষকদের ৮০ শতাংশ বেতন সরকার দেয়া শুরু করার পর থেকে। শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ, নানাজনের অবাঞ্ছিত তদবির ইত্যাদির ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অতএব সম্প্রসারণের বদলে দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দেয়াটা আগে প্রয়োজন। ব্যানবেইস যে তথ্য দিচ্ছে, সে সবের মূল্যায়ন সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে।

যারা এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে, তাদের অনেকের জন্যই ইন্টারমিডিয়েট কলেজে নাম লেখানোটা হবে পন্ডশ্রম। এদের জন্য বিভিন্ন ধরনের 'ট্রেড' শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান, প্লামার, ফিটার, কম্পিউটার অপারেটর, মেকানিক, কার্পেন্টার ইত্যাদির বড়ই অভাব। আরো দু'বছর কলেজে পড়ে বেকারদের দলে নাম লেখানোর চেয়ে কোন ধরনের ট্রেড সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি বাজারে নামলে জীবিকা অর্জনে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি, এমনকি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে যাওয়ারও সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা যদি সম্প্রসারণ করতে হয় তবে এদিকেই নজর দেয়া উচিত।